তারিখ 29/4/79 ... ...
পৃষ্ঠা 3 ... কলাম 3 ...

মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মেজর জেনারেল (অবঃ) নুরুল ইসলাম

কৃষি ও বন মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম[illegible] বাকেরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস ও সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি ঢাকা কলেজ হইতে আই, এস, সি পাস করেন। ভূগোলে অনার্স ক্লাসে অধ্যয়নকালে ১৯৫৯ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। কমিশন প্রাপ্তির পর তিনি ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে যোগদান করেন এবং পাঁচ বৎসর এই ব্যাটেলিয়নে ছিলেন। তিনি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভ করেন।

দ্বিতীয় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকাকালীন মেজর জেনারেল (অবঃ) নুরুল ইসলাম প্রশাসন সংক্রান্ত একটি কোর্স সহ কয়েকটি সামরিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি আন্তঃ সার্ভিস গোয়েন্দা পরিদফতরে জেনারেল ষ্টাফ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শুরু হইতেই তিনি মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি রংপুর সেনানিবাসে ব্রিগেড মেজর ছিলেন এবং ১৮তম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে তাঁহাকে লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয় এবং তিনি কুমিল্লায় ৪৪তম ব্রিগেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

গত ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাকে কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে তাঁহাকে সিঙ্গাপুর দূতাবাসের দায়িত্বসহ বার্মাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামরিক এ্যাটাচি নিযুক্ত করা হয়।

কুটনৈতিক দায়িত্বের পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার আগেই ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহাকে দেশে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

(৩য় পৃঃ [illegible])

[illegible] এডজুটে[illegible] দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরের মাসে তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসারের (সামরিক আইন বিষয়ক) অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

সুযোগ্য প্রশাসক, দক্ষ মধ্যস্থতাকারী এবং চলতি ঘটনাবলীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক মেজর জেনারেল (অবঃ) নুরুল ইসলাম প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার হিসাবে তিন বৎসর পূর্বে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক শুরু করা গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছেন।

ভদ্র ও সদালাপী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইসলাম বিভিন্ন সংকটকালে সরকারের পক্ষে সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিয়াছেন।

ব্যাপকভাবে বিদেশ সফরকারী জেনারেল (অবঃ) ইসলামের বিদেশে বহু বন্ধু-বান্ধব রহিয়াছে।

তিনি 'নঈমা' ইসলামের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহাদের দুই কন্যাসন্তান রহিয়াছে। মিসেস ইসলাম বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহিত জড়িত রহিয়াছেন।

ডঃ এম, এন, হুদা

দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডঃ এম, এন, হুদা গত ১৫ই এপ্রিল অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালের ২৭শে নবেম্বর হইতে ১৯৭৮ সালের ২৮শে জুন পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৯৭৯ সালের ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সহ অর্থমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন।

১৯১৯ সালে তিনি টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা হইতেই মেধাবী ছাত্র ডঃ হুদা ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনার্স পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় রাজা কালীনারায়ণ বৃত্তিলাভ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৯ সালে নিউইয়র্কের কর্ণাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি অর্থনীতিতে তিনি পি এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। সেই সালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে রীডার হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি অর্থনীতির প্রফেসর পদে উন্নীত হন।

১৯৬৫ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ সালের মার্চে তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরও নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন পরে তিনি অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান, বুরো অব ইকনমিক রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন নিযুক্ত হন।

ডঃ হুদা ১৯৪২ হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তানের কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের টেক্সেশন ইনকোয়ারি কমিটির সদস্য এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ইকাফে, ইউনেস্কো ইত্যাদিসহ কয়েকটি

[illegible]দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডঃ হুদা অংশ গ্রহণ করেন। অর্থনীতির উপর তাঁহার ১৮টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

মোস্তাফিজুর রহমান

আবু সালেহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৩৪ সালে খুলনা জেলার বাগেরহাটের রণবিজয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ জন ভাই বোনের সংসারে তিনি মা-বাবার একাদশতম সন্তান। তাঁহার পিতা খান বাহাদুর বজলুর রহমান অবিভক্ত বাংলার আবগারী শুল্ক কমিশনার ছিলেন।

এ,এস,এম মোস্তাফিজুর রহমান কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুল এবং ঢাকা কলেজে লেখাপড়া করেন। ১৯৫২ সালে কাকুলের পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে (পিএমএ) তিনি জেন্টলম্যান ক্যাডেট হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে কমিশন লাভ করেন। পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে থাকাকালে তিনি পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। সক্রিয় চাকুরীতে থাকাকালে একটি পদাতিক ব্রিগেডের ষ্টাফ অফিসার হইতে শুরু করিয়া জনাব রহমান বিভিন্ন পদমর্যাদায় পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করিয়াছেন। কোয়েটার কম্যাণ্ড ও ষ্টাফ কলেজ হইতে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি সেনাবাহিনী হইতে লেঃ কর্ণেল হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভাইয়ের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড এলাইড কোং লিমিটেড এ অংশীদার হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৭৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বভার প্রদান করিয়া লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমানকে ডেপুটি উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ২৯শে জুন নয়া মন্ত্রিসভায় তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপির তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য। গত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসাবে বাগেরহাট কচুয়া নির্বাচনী এলাকা (খুলনা-২) হইতে তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে এমপি নির্বাচিত হন। গত ১৫ই এপ্রিলের নয়া মন্ত্রিসভায় তিনি আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সাল হইতে তিনি চট্টগ্রামের রোটারী ক্লাবের একজন সদস্য। তিনি বিবাহিত এবং একপুত্র ও এক কন্যার জনক।

এম, সাইফুর রহমান

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ১৯৩১ সালে সিলেটের মৌলভী বাজারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মরহুম মৌলভী আবদুল বশির। ১৯৫৮ সালে লণ্ডন হইতে তিনি চার্টার্ড একাউন্টেন্সী ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এর ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস-এর একজন সদস্য। ১৯৬২ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে এডভান্সড ম্যানেজমেন্টে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঢাকা মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসাবে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। জনাব সাইফুর রহমান বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক শিল্প, রেলওয়ে, এয়ার লাইন, শিপিং, অর্থনৈতিক, ব্যাংক ও বীমা সংস্থার অডিটর, উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ১৯৬৯-৭১ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে তিনি জাতীয় বেতন কমিশনের, ১৯৭২ সালে চা শিল্প অনুসন্ধান কমিটি এবং ১৯৭৩ সালে [illegible] শিল্প শ্রমিক মজুরী কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষতিপূরণ কমিটি চা শিল্পের অবস্থা দেখার জন্য কমিটি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বোনাস ও অবসরকালীন সুবিধা কমিটি এবং ১৯৭৬ সালে বেতন ও চাকুরী কমিশনের সদস্য ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট-এর সভাপতি এবং ঢাকা উত্তর রোটারী ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ ল এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সভাপতি। ১৯৭৪ সালে বুখারেষ্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে জাতিসংঘ সমিতির বিশ্ব ফেডারেশন প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে তিনি বিদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদান করেন। [illegible] সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত [illegible] ট্যাড সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে যোগ দেন। সম্মেলনে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ঋণের পরিমাণ হ্রাস করাতে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে এক হাজার কোটি টাকার ঋণ মওকুফ পাইবে। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে তিনি ইইসি, কমনওয়েলথ, ইস্কাপ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ সফর করিয়াছেন। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসাবে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে তাঁহার অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭৬ সালে ডিসেম্বর হইতে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে বাণিজ্যমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। গত সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে মৌলভী বাজার রাজনগর নির্বাচনী এলাকা হইতে এম, পি নির্বাচিত হন। গত ১৫ই এপ্রিল তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। জনাব রহমান বিবাহিত এবং তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা রহিয়াছে।